গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাজেট শাখা
www.rthd.gov.bd

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এনডিসি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	১৫.০২.২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	১০.৩০ ঘটিকা
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি কার্যপত্র অনুসারে আলোচ্যসূচীসমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (বাজেট ও অডিট) কে অনুরোধ করেন। এরপর ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এ বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ও সচিবালয় অংশের ২য় কোয়ার্টারের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(ক) রাজস্ব প্রাপ্তিঃ

উপসচিব (বাজেট ও অডিট) সভাকে অবহিত করেন যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের ২য় কোয়ার্টারে বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সচিবালয় কর্তৃক রাজস্ব প্রাপ্তির অর্জিত হার হচ্ছে যথাক্রমে ৬৯%, ৫৪% এবং ৩১%। সামগ্রিকভাবে রাজস্ব অর্জনের হার সন্তোষজনক নয় বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বিআরটিএ'র পরিচালক (প্রশাসন) এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সভাকে জানান যে রাজস্ব প্রাপ্তির প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তবে, বিআরটিএ'র পরিচালক (প্রশাসন) বলেন যে বর্তমান বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতিও রাজস্ব আদায়ে নিম্নগতির অন্যতম কারণ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি আশা প্রকাশ করেন যে টোল আদায়ের নতুন নীতিমালা পুরোপুরি কার্যকর হলে আদায়ের হার আরও বাড়বে। ফলে, আর্থিক বছরের শেষে অর্জিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এ বিভাগের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে সচিবালয় অংশে রাজস্ব অর্জনের তেমন কোন সুনির্দিষ্ট খাত নেই।

সিদ্ধান্তঃ ২য় কোয়ার্টারের রাজস্ব প্রাপ্তির ঘাটতি যুক্তিসংগতভাবে ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে সংযোজনপূর্বক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাকে আন্তরিক প্রয়াস চালাতে হবে।

(খ) অনুন্নয়ন ব্যয়ঃ

উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে ২য় কোয়ার্টারে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার হচ্ছে ৮৭%। বিআরটিএ, ডিটিসিএ এবং সচিবালয় কর্তৃক এ অর্জনের হার হচ্ছে যথাক্রমে ৪৫%, ৪১% এবং ৭১%। অনুন্নয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য খাত হচ্ছে ৪৮৫৪-ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং ৬৮০১-অফিস ভবন। ৪৮৫৪ খাতে নির্ধারিত ৪৮কোটি ৬৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এবং ৬৮০১ খাতে ৯.৫ কোটি টাকার টাকার বিপরীতে মাত্র ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এ দুটি খাতের ব্যয় আশানুরূপ না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে অনুন্নয়ন খাতে বিআরটিএ'র ব্যয় কম হয়েছে বলে বিআরটিএ'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। অনুন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যর্থতা সম্পর্কে বিআরটিএ'র পরিচালক সভাকে আরও জানান যে, যে পরিমান নাম্বার প্লেট সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সে পরিমান নাম্বার প্লেট সরবরাহ হচ্ছে না। তাছাড়া, মোটরযানে ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংযোজনের সাথে নাম্বার প্লেটের বিল পরিশোধের সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। তাই নাম্বার প্লেট সরবরাহের বিল তুলনামূলকভাবে কম পরিশোধিত হচ্ছে। তবে, অন্যান্য খাতের অব্যয়িত অর্থ তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে ব্যয় করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সওজ অধিদপ্তরের অনুন্নয়ন ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাত অর্থাৎ মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী অর্জিত হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের ২য় কোয়ার্টারের অনুন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ডিটিসিএ'র পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে সংশোধিত বাজেট ১.৫০ কোটি টাকা হ্রাস করে ৪.৫০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে সচিবালয় অংশের ২য় কোয়ার্টারের অনুন্নয়ন ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য আছে। সচিবালয় অংশের উল্লেখযোগ্য ৬৩০০-অবসর ভাতা ও আনুতোষিক খাতে অব্যয়িত অর্থ ৪র্থ কোয়ার্টারে সমন্বয় করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

১। বিআরটিএ'র অফিস ভবন নির্মানের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৮০১-কোডে বরাদ্দকৃত ২৭ কোটি টাকা ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য খাতে অব্যয়িত অর্থ সমহারে তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে সংযোজনপূর্বক বাজেটে নির্ধারিত ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

২। ডিটিসিএ ও সচিবালয় অংশের ২য় কোয়ার্টারে অব্যয়িত অর্থ সমহারে ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে সংযোজনপূর্বক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২য় কোয়ার্টারের লক্ষ্যমাত্রা সন্তোষজনক। পরবর্তী কোয়ার্টার দুটিতে বাজেট পরিকল্পনা মোতাবেক ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) উন্নয়ন ব্যয়ঃ

উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তরের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের ৩০% ২য় কোয়ার্টারের ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত ছিল। সে প্রেক্ষিতে নির্ধারিত লক্ষমাত্রা ১১৭৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার বিপরীতে ৭৩১ কোটি ৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা (৬২%) ব্যয় করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) জানান যে ২য় কোয়ার্টারে বিটুমিনের কাজ বেশী না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তবে ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। MRT প্রকল্পের পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) জানান যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ৩৮০ কোটি টাকার মধ্যে ২য় কোয়ার্টারে ২৪৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিআরটিএ'র পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে KOICA'র অর্থায়নে বিআরটিএ ডাটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্পটির ১ম ও ২য় কোয়ার্টারে কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি। তবে, ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে সমুদয় ব্যয় সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। বিআরটিসি'র পরিচালক (কারিগরি) জানান যে বিআরটিসি'র ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের ২য় কোয়ার্টারের নির্ধারিত ব্যয় শেষে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ২য় কোয়ার্টারের অব্যয়িত অর্থ সমহারে ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে সংযোজনপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

২। বিআরটিএ এবং MRT প্রকল্পের উন্নয়ন ব্যয় বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মোতাবেক নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) বিবিধঃ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বাজেট-৫) আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলনে প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা নির্ধারণ করার জন্য সওজ অধিদপ্তর, বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৯.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিআরটিসি'র জন্য ৮টি ওয়াশিং প্লান্ট সরবরাহ ও স্থাপন কর্মসূচীর প্রস্তাব পাওয়া গেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তাবটি এ সভায় অনুমোদন করার জন্য তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট যেন প্রকৃত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র প্রধানগণ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

২। বিআরটিসি'র জন্য ওয়াশিং প্লান্ট সরবরাহ ও স্থাপন কর্মসূচী প্রস্তাবটি অনুমোদনসহ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ৯.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচীতে আর কোন বিষয় অর্ন্তভূক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

২৪/০২/১৫